শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক
দামাত বারাকাতুহুম -এর পছন্দনীয়

গল্পের তোহফা

মুহাম্মাদ ইরফান জিয়া

প্রথম প্রকাশ: মুহাররম ১৪৪১হি. সেপ্টেম্বর ২০১৯ঈ.
প্রকাশনা:

মাকতাবাতুল মানসুর
জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

নির্ধারিত মূল্য | ১০০ (একশত) টাকা

Golper Tohfa
Written By: Muhammad Erfan Zia,
Published By: Maktabatul Mansoor, Jamia Rahmania Arabia, Ali & Noor Real Estate, Muhammadpoor, Dhaka-1207, Bangladesh. **ISBN:** 978-984-34-7214-4
Fixed Price: Tk. 100.00, Us $: 5.00.
www.darsemansoor.com • darsemansoor.com@gmail.com

প্রথম কথা

মুফতী মনসূরুল হক দামাত বারাকাতুহুম

হামদ ও সালাতের পর...

সাধারণ ধারণায় গল্প ও কেচ্ছা-কাহিনী নিছক অবসর কাটানো ও হালকা বিনোদন-সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত। সাধারণ গল্প-কাহিনীগুলো যারা গড়েন ও পড়েন এই দৃষ্টিকোণ থেকেই গড়ে-পড়ে থাকেন। ইতিহাস ও সত্যাশ্রয়ী গল্প-কাহিনীগুলো কিন্তু তেমন নয়। এর কিছু তো সূত্রসমৃদ্ধ নিখাঁদ সত্য আর কিছু সূত্রহীন হলেও পরম বাস্তব। কঠিন বিষয়কে সহজ ও স্মরণীয় করতে এবং সুকঠিন সত্যকে গ্রহণযোগ্য ও বরণীয় করতে এসব গল্পের জুড়ি নেই। অনেক সময় ঘণ্টা-দু' ঘণ্টার জ্ঞানগর্ভ আলোচনাও পাঁচ মিনিটের গল্পে হৃদয়ঙ্গম করানো যায়। গল্প তখন গল্প থাকে না; হয়ে ওঠে মস্তবড় হাতিয়ার।

গল্প-কাহিনীর প্রতি মানুষের স্বভাবজাত ঝোঁক এবং এর বাস্তব উপকার বিবেচনায় নিকট ও দূর অতীতের প্রায় সকল দীনী মুরুব্বী তাদের লেখনী ও বয়ানে গল্পের ব্যবহার করেছেন। কোন কোন মুরুব্বীর তো পছন্দনীয় গল্পের পৃথক সংকলনই বিদ্যমান। মুরুব্বীগণের নগণ্য অনুকারী হওয়ায় আমিও এর বাইরে নই। প্রায় চল্লিশ বছরের শিক্ষকতা ও দীনী খিদমতের সুবাদে ওয়াজ-নসীহত ও দরস-তাদরীসে আলোচ্য বিষয়কে স্পষ্ট ও সকলের নিকট বোধগম্য করার জন্যে প্রচুর গল্প-কাহিনী বলা হয়েছে। এগুলোর বেশিরভাগই বড়দের থেকে শ্রুত কিংবা তাদের কিতাব থেকে আহরিত।

বড়দের মত আমিও কামনা করি, আমার সকল দীনী খিদমত সংরক্ষিত হোক। উদ্দেশ্য, তাঁদের থেকে আহরিত ইলম ও হিকমত এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কালের গর্ভে হারিয়ে না যাক; লিখিতভাবে সংরক্ষিত হোক। সে কারণে আমার দীর্ঘ দিনের তামান্না ছিলো, আমার বলা শিক্ষণীয় গল্পগুলোও কেউ সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করুক।

প্রিয় শাগরিদ মাওলানা ইরফান জিয়া যে বছর মিশকাত জামাআতে পড়ে; ওদের দরসে আমি আমার এ তামান্নার কথা ব্যক্ত করেছিলাম। আল্লাহর শোকর বিষয়টি সে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বয়ান ও দরসে বলা গল্পগুলো ওর ভাষায় বিন্যস্ত করেছে। আমার লেখা কিতাবাদি এবং বিগত সময়ের ছাত্রদের থেকেও বেশ কিছু সংগ্রহ করেছে। তারপর কম্পোজ করে, সূত্র উদ্ধৃত করে আমার কাছে পেশ করেছে। বইটির অনেকস্থানে আমি দেখেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিয়েছি।

দীনী কথামালার সহজ-সরল উপস্থাপনাই আমার পছন্দ। এক্ষেত্রে ভাষা-সাহিত্যের অনর্থক বাগাড়ম্বর আমার মতে উপকারী নয়। সে হিসেবে গল্পগুলোর উপস্থাপনা ভাল লেগেছে। প্রাথমিক কাজ হিসেবে গল্পের পরিমাণও সন্তোষজনক। আমার পুরনো ছাত্রদের থেকে আরো ব্যাপকভাবে সংগ্রহের উদ্যোগ নিলে আশা করি বিষয়-বৈচিত্রে ও কলেবরে বইটি আরও সমৃদ্ধ হবে।

জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় ছাত্রদের যে কোন দীনী উদ্যোগ আমাকে যারপরনাই আনন্দিত করে। দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা বইটিকে পাঠকের জন্যে উপকারী করুন এবং মাওলানা ইরফান জিয়াকে ইলম ও আমলে এবং লেখনীর খিদমতে আরও তারাক্কী দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

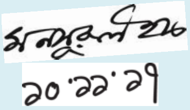

মনসূরুল হক

খলীফা, হযরতওয়ালা শাহ আবরারুল হক রহ.

প্রধান মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

নায়েবে আমীর, মজলিসে দা'ওয়াতুল হক, বাংলাদেশ

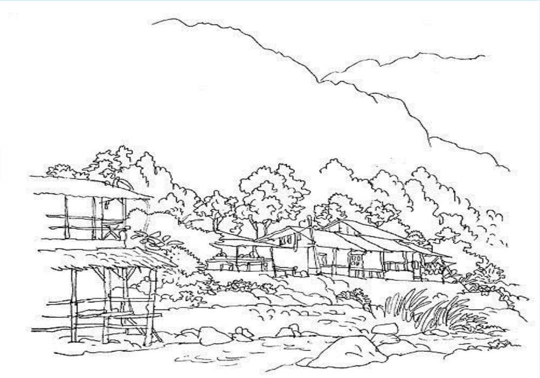

নবীজীর মা

আব্দুল মুত্তালিবের পুত্রবধূ আমিনা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় মা। খুব বেশি দিন তাঁর স্নেহ পাওয়ার সুযোগ হয়নি নবীজীর। কারণ, জন্মের কিছুদিন পরেই তাকে হালিমা সা'দিয়ার ঘরে যেতে হয়েছে।

হালিমা সা'দিয়া ছিলেন হাওয়াযিন গোত্রের। নবীজীর দুধ মা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে তিনি অত্যন্ত স্নেহের সাথে লাগাতার দু'বছর নবীজীকে প্রতিপালন করলেন।

দু'বছর পেরিয়ে গেলো। হালিমা নবীজীকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে মক্কায় গেলেন। মক্কায় তখন মহামারী চলছে। মা আমিনা হালিমাকে অনুরোধ করলেন, আরো কিছুদিন নবীজীকে তার কাছে রাখতে।

হালিমা নবীকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। আরো চার বছর তার কাছেই থাকলেন নবীজী। এরপর তার বয়স যখন ছয় হলো, মা আমিনার কোলে ফিরে এলেন।

কিন্তু ততদিনে মা আমিনার জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। নবীজী তার কাছে আসার কিছুদিন পরই তিনি তাকে নিয়ে মদীনায় গেলেন। উদ্দেশ্য, স্বামী আব্দুল্লাহর কবর যিয়ারত এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাত। ফেরার পথে আবওয়া নামক গ্রামে মা আমিনার ইন্তেকাল হয়ে গেলো। চিরদিনের জন্যে মায়ের আদর হারালেন নবীজী।

মা আমিনার সাথে নবীজীর স্মৃতি খুবই স্বল্প। তবু এই টুকরা স্মৃতিগুচ্ছই তাকে তাড়া করে ফিরতো। মাঝে মাঝেই তিনি সেসব স্মৃতি আবেগের সাথে স্মরণ করতেন। মা আমিনা চলে যাওয়ার পর নবীজীর মা বলতে রইলেন হালিমা সা'দিয়া।

তুফাইল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, 'আমি তখন ছোট। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার গোশত বণ্টন করছিলেন। জায়গাটার নাম ছিলো জিইররানা। হঠাৎ দেখলাম, একজন বৃদ্ধা মহিলা দূর থেকে আসছেন। তিনি নবীজীর কাছেই এলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মহিলার বসার জন্যে নিজের গায়ের চাদর খুলে বিছিয়ে দিলেন। আশ্চর্য হলাম। নবীজী নিজের পরনের চাদর বিছিয়ে দিলেন! কে এই মহিলা?

অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের কাছে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, তিনি আর কেউ নন। নবীজীর দুধ মা হালিমা সা'দিয়া।'[১]

গল্পের তোহফা:

শ্রদ্ধা ও সম্মানের কী সুন্দর প্রকাশ। আপন মা তো মাথার তাজ। দুধ মা'র জন্যেও কতটা শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন নবীজী।

দাম্পত্য চিকিৎসা

এক মহিলা খুব অশান্তিতে ছিলো। স্বামীর সাথে কিছুতেই বনিবনা হচ্ছিলো না। অনেক ভেবে সে মহিলা একজন হক্কানী পীরের কাছে তাবীয চেয়ে পাঠালো।

পীর সাহেব কিছু খোঁজ খবর নিয়ে সে মহিলার জন্যে পানিপড়া পাঠালেন। নিয়ম বলে দিলেন, যখন স্বামী রাগ করবে তখন স্ত্রীকে সে পানিপড়া মুখে নিয়ে রাখতে হবে। গেলা যাবে না।

কিছুদিন এ নিয়ম পালনের পর সংবাদ এলো– সে সংসারে অভূতপূর্ব শান্তি বিরাজ করছে।

পীর সাহেবের কাছের এক মুরীদ বিনয়ের সাথে বললো, 'হুজুর, আপনার পানিপড়া তো খুব সুন্দর কাজ করেছে। কিন্তু সে পানি ব্যবহারের নিয়মটি খুবই আজীব মনে হয়েছে। পানিপড়া মুখে রাখার নিয়মটি আগে কখনো শুনিনি'।

হুজুর বললেন, ' শোনো, সে সংসারে ঝগড়ার মূল কারণ ছিলো– স্ত্রী বেশি কথা বলতো। স্ত্রীর বিভিন্ন রকম কথা শুনে স্বামী আরো বেশি রেগে যেতো। পানি পড়া মুখে রাখার কারণে স্ত্রীর কথা বলা বন্ধ হয়েছে। সাথে সাথে সংসারে শান্তি ফিরে এসেছে।[২]

গল্পের তোহফা:

---

১. ইসলামী যিন্দেগী: ৩৬২, সুনানে আবু দাউদ: খণ্ড ৫, হাদীস: ৫১৪৪, ৫১৪৫, বা-বুন ফী বিররিল ওয়ালিদাইন।

২. ১৪৪০ হিজরী, ২০১৯ ঈসায়ী সনের রমযানে জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় অনুষ্ঠিত 'তাদরীবুল মুদাররেসীন'-এর দরসে।

হক্কানী পীর হিসেবে মুরীদদের সমস্যার সমাধান দিতে হলে ইলমের সাথে সাথে হিকমতও থাকতে হয়। মানুষের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জানতে হয় গভীরভাবে।

জ্ঞানী ও ধনী

এক ধান ব্যবসায়ী বাজারে যাচ্ছে ধান বিক্রি করতে। তার কর্মচারী একটা লম্বা কাঠের দু’ মাথায় দুটো টুকরি ঝুলিয়ে সেটা কাঁধে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। টুকরি দুটো ধানে ভর্তি।

বাজারে যাওয়ার পথেই অর্ধেক ধান বিক্রি হয়ে গেলো। একপাশের টুকরি খালি হয়ে গেছে। সে পাশটা হালকা হয়ে যাওয়ায় কর্মচারীটির বহন করতে কষ্ট হচ্ছে। বাজারে পৌঁছুতে এখনো বেশ বাকি। অনেক ভেবে লোকটা রাস্তা থেকে কিছু ইট পাথর সংগ্রহ করে খালি টুকরিটায় রেখে দিলো। এতে করে আবার দু’পাশের ভার সমান হয়ে গেলো।

এক জ্ঞানী ব্যক্তি এ অবস্থা দেখে খুবই আশ্চর্য হলেন। তিনি এগিয়ে এসে লোকটাকে বললেন, ‘আপনার কর্মচারী তো খামকা কষ্ট করছে। একপাশের ধান অর্ধেক করে খালি টুকরিটায় দিলেই তো দু’দিকের ভার সমান হয়ে যায়।

লোকটা ভেবে দেখলো, তাইতো। তাড়াতাড়ি ইটগুলো ফেলে একপাশের টুকরি খালি করে সেটাতে অন্যপাশ থেকে অর্ধেক ধান রাখলো। বাহ, দুপাশের ভারই সমান। আবার ইটের বোঝা কমে যাওয়ায় অনেক হালকাও হয়ে গেছে।

কাজটা করার পর লোকটি জ্ঞানী ব্যক্তিটির সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করলো। হঠাৎ তার মনে হলো, এতো কম বুদ্ধির অধিকারী হওয়া পরও তো আমার মোটামুটি ভালোই ধন-সম্পদ আছে। তাহলে এই জ্ঞানী ব্যক্তিটির নিশ্চয়ই আরো অনেক সম্পদ আছে। সে নিশ্চয়ই আমার চাইতেও বড় ব্যবসায়ী।

ভাবতে ভাবতে লোকটা জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রশ্নই করে বসলো– জনাব, আপনার কর্মচারীরা মাল বহন করার সময় কি এই পদ্ধতিই অবলম্বন করে?

জ্ঞানী ব্যক্তি উত্তরে বললেন, ‘না জনাব, আল্লাহ আমাকে ভালোই রেখেছেন। তবে আপনি যেমন ভাবছেন তেমন প্রাচুর্যে ভরা জীবন আমার নয়। আমি কোন ব্যবসায়ী নই এবং আমার কোন কর্মচারীও নেই। বরং আমি এক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করি।

জ্ঞানী ব্যক্তির কথা শুনে ধান ব্যবসায়ী আতকে উঠলো। তার মুখ থেকে আনমনেই বের হয়ে গেলো, 'বলেন কী, আপনার জ্ঞান তাহলে কী কাজে লাগলো! সেটাতো দেখছি আপনাকে ধনী বানাতে পারেনি। আপনার কাছ থেকে বুদ্ধি নিলে আমাকেও দারিদ্র তাড়া করবে।

ব্যবসায়ী কথাগুলো বলেই শুধু ক্ষান্ত হলো না। খুব দ্রুত ধানগুলো একপাশের টুকরিতে নিয়ে খালি টুকরিতে আবার ইট-পাথর তুলে নিলো।[৩]

গল্পের তোহফা:

জ্ঞানের কদর একমাত্র জ্ঞানীই করতে পারে। মূর্খের কাছে জ্ঞানের চেয়ে ইট-পাথরের দামই বেশি।

শেখার আছে অনেক কিছু

হযরত হারদূয়ী রহ. -এর দরবারের সাথে পাঠক তো ইতোমধ্যে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর মজলিসে চা পরিবেশনের নিয়মটা ছিলো খুবই চমৎকার। প্রথমে সবার কাছে চায়ের কাপ পৌঁছে যেত। এরপর আসত কেটলিভর্তি গরম পনি। তারপর টি ব্যাগ আর চিনি। সবাই নিজের প্রয়োজনমতো সবকিছু নিয়ে নিত।

মাঝে মাঝে হারদূয়ীর হযরত তাঁর কাছে আগত ইসলাহপ্রার্থীদের দিয়েও এসব খেদমত নিতেন। উদ্দেশ্য, ছোটখাট প্রত্যেকটা বিষয়ে তাদের সংশোধন করা।

সেবার মুফতী মনসূরুল হক সাহেব ছিলেন হযরতের দরবারে। নাস্তার পর চায়ের সরঞ্জাম বিতরণের পর্ব এলো। হযরত দায়িত্ব দিলেন মনসূরুল হক সাহেবকে। আদেশ পেয়েই কাপ বিতরণ শুরু করলেন তিনি।

হারদূয়ীর হযরত তাকিয়ে আছেন তার দিকে। দেখছেন কাপ বিতরণের দৃশ্য। কয়েকটা কাপ বিতরণের পরই তাকে থামিয়ে দিলেন হযরত। বললেন, 'আরে, আপনিতো দেখছি চায়ের কাপও বণ্টন করতে পারেন না!

---

৩. মেশকাতের দরস, ২০১৫ ঈসায়ী।

হযরতের কথা শুনে থমকে গেলেন মুফতী সাহেব। বাহ্যিকভাবে তো সব ঠিকই মনে হচ্ছে। শুরু করা হয়েছে ডান দিক থেকেই। অন্যান্য আদবের প্রতিও লক্ষ রাখা হয়েছে যথাসাধ্য। তাহলে ভুলটা হলো কোথায়?

হারদূয়ীর হযরত বললেন,' দেখুন, আপনার হাতের ট্রেতে রাখা সবগুলো কাপ কিন্তু একরকম না। এর মধ্যে কিছু আছে অনেক আগের কেনা। বেশ পুরনো হয়ে গেছে। কিছু আছে মাঝারী মানের। আর কিছু একেবারে নতুন।

এখন আপনি যদি কোন রকম বাছ বিচার না করে বিতরণ করতে থাকেন, তাহলে কেউ হয়তো পাবে নতুনটা, আবার তার পরের জনই পাবে পুরনোটা। পুরানোটা যে পাবে সে মনে করতে পারে, আপনি ইচ্ছে করে তাকে অপমান করেছেন। ট্রেতে নতুন কাপ থাকা সত্ত্বেও তাকে পুরানোটা দিয়েছেন।

তাই আপনার উচিৎ ছিলো–

সবচে' নতুন কাপগুলো সর্বপ্রথম বিতরণ করে ফেলা। নতুন কাপ যারা পাবে তারা নিশ্চয়ই মন খারাপ করবে না।

এরপর মাঝারী মানের কাপগুলো বিতরণ করা। এদেরও মন খরাপ করার সুযোগ নেই। কারণ, নতুন কাপ ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে।

সবশেষে পুরানো কাপগুলো বিতরণ করা। এখন আর কেউ এই ধারণা করতে পারবে না যে, আপনি ইচ্ছে করে তাকে পুরানো কাপ দিয়েছেন। এখনতো বাকী আছেই পুরানোগুলো। চা পান করতে হলে তাকে পুরানোটাই নিতে হবে।'

গল্পের তোহফা:

হারদূয়ী হযরতের কথা শুনে আনন্দে মুফতী সাহেবের চোখে পানি চলে এলো। চায়ের কাপ বিতরণ করার মতো একটা বিষয়! ব্যাপারটাকে অনেকে হয়তো খুবই সাধারণ মনে করবে। কিন্তু এই একটা আদব শেখার জন্যেও তাকে আসতে হয়েছে একজন কামেল পীরের দরবারে।

এই সফরে তার খরচ হয়েছে প্রায় বিশ হাজার টাকা। এখন মনে হচ্ছে, বিশ হাজার টাকা ব্যয়ের এমন প্রতিটা সফরে যদি এমন একটি শিক্ষাও অর্জন হয়; তবু সেটা হবে সামান্য ত্যাগে বিরাট প্রাপ্তি। কারণ, এসব শিক্ষা কখনই অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায় না। কিনতে হয় হৃদয়ের দামে।[৪]

---

৪. ২০১৫ ঈসায়ী সনে জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার টিনশেডে মেশকাতের দরসে।

এই হলো নিয়ত

ইমাম বুখারী রহ. একটা পণ্য বিক্রি করবেন। এক ক্রেতার সাথে কথা হলো। পাঁচ হাজার দেরহাম মুনাফা দিয়ে পণ্যটা নিতে চাইলো সে। ইমাম বুখারী তখনই পণ্যটা বিক্রি না করে বললেন, আজকের রাতটা আমি ভেবে দেখব।

ক্রেতা চলে যাওয়ার পর তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তার কাছে মনে হলো, ক্রেতার বলা দামটা ঠিকই আছে। মনে মনে তিনি এই ক্রেতার কাছেই বিক্রি করবেন বলে ঠিক করলেন।

পরদিন আরেক ক্রেতা এলো। সে লাভ দিতে চাইলো দশ হাজার দেরহাম। আগের ক্রেতা থেকে দ্বিগুণ। স্বাভাবিকভাবে এ ক্রেতার কাছে বিক্রি করার অধিকার আছে ইমাম বুখারীর। কারণ প্রথম ক্রেতার সাথে চুক্তি এখনো সম্পন্ন হয়নি। শুধু কথা হয়েছে। স্রেফ মাসআলার দিকে তাকালে সে ক্রেতার কাছে বিক্রি করা তার জন্যে জরুরী নয়।

কিন্তু তিনি ভাবলেন অন্য কথা। প্রথম ক্রেতার সাথে কথা চূড়ান্ত হয়নি তো কী হয়েছে? আমি তো তার কাছে বিক্রি করার নিয়ত ঠিকই করে ফেলেছিলাম। আল্লাহর সামনে আমি নিয়তভঙ্গকারী হতে চাই না।

এসব ভেবে দ্বিগুণমূল্যের প্রস্তাব পেয়েও নিয়তকে পাল্টাতে রাজি হলেন না ইমাম বুখারী। দ্বিতীয় ক্রেতাকে ফিরিয়ে দিলেন। জিনিসটা বিক্রি করলেন প্রথম ক্রেতার কাছেই।[৫]

গল্পের তোহফা:

ওয়াদার পাশাপাশি মুমিনের নিয়তেরও অনেক মূল্য রয়েছে। উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভালো কোনো নিয়তকে পরিবর্তন করাও তার জন্যে শোভনীয় নয়।

---

৫. ২০ আগস্ট ২০১৭ বাদ আসর মসজিদুল আবরারে অনুষ্ঠিত ইসলাহী মজলিসে, আল কানযুল মুতাওয়ারী: ১/১৪১।

সমুদ্র হৃদয়

হাজী আব্দুল মালেক রহ.। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। সম্পদের পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা তাকে আরো অনেক নিয়ামত দান করেছিলেন। কুরআন ও মাদারেসে দীনিয়্যার খেদমতে তার মতো অগ্রসরমান ব্যক্তি খুব কমই পাওয়া যায়। জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া ও বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুরআনের মতো প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি জড়িয়ে ছিলেন আজীবন। সবসময় পড়ে থাকতেন উলামায়ে কেরামের সোহবতে।

ঘটনাটা তার এক আত্মীয়ের। তিনিও ছিলেন বুযুর্গদের সোহবতপ্রাপ্ত। তিনি যখন কাঁচা বাজারে যেতেন, একেবারে বেলা শেষ করে যেতেন।

কাঁচা বাজারে সাধারণত সবাই সকাল সকাল যায়। এই সময় মাছ সবজি সবকিছু থাকে টাটকা। কিন্তু তিনি বাজারে যেতেন সন্ধ্যার পর। তারপর বেছে বেছে কিনে আনতেন পঁচা মাছ আর সবজি।

কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, এরা তো এই সব পঁচা মাছ আর সবজি নিজেদের কষ্টের পুঁজি খরচ করেই কিনেছে। এখন দিন শেষে এগুলো কেউ কিনতে চাইছে না। ফলে লাভ করা তো দূরের কথা, এরা পুঁজিই হারাতে বসেছে। আমাকে তো আল্লাহ তা'আলা সঙ্গতি দিয়েছেন। আমি যদি স্বাদের চিন্তা বাদ দিয়ে এগুলো কিনে ফেলি তাহলে এদের কত বড় উপকারটাই না হবে!

মহৎপ্রাণ এই ব্যক্তি যখন দু'হাতের ব্যাগ ভর্তি করে এসব পঁচা মাছ কিনে বাসায় ফিরতেন, তার স্ত্রী তখন সারাদিনের কাজকর্মের ধকলে ক্লান্ত শ্রান্ত। হয়ত সবেমাত্র বিছানায় গা'টা এলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনিও কম নন। তার স্বামী একাই সব সওয়াব নিয়ে নেবেন তা কি হয়? তাই তিনিও আরাম বিশ্রাম বাদ দিয়ে লেগে যেতেন মাছ কুটার কাজে। ...[৬]

গল্পের তোহফা:

অন্যের জন্যে নিজের সুখকে বিসর্জন দেয়া খুব সহজ কাজ নয়। এরজন্যে সমুদ্রের মতো একটা হৃদয়ের প্রয়োজন হয়।

---

৬. ১৫ আগস্ট ২০১৭-র সন্ধ্যায় মুফতী সাহেব হুযুরের বাসায় একটি ঘরোয়া মজলিসে।

সম্পূর্ণ কিতাবটি পেতে এবং
মাকতাবাতুল মানসূর কতৃক প্রকাশিত

শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা.

এর লিখিত সকল কিতাব পাওয়ার জন্য নিচের সময়সূচি অনুযায়ী যোগাযোগ করুনঃ

বাদ মাগরিব থেকে রাত ১০টা:
হযরত মুফতী শফীক সালমান কাশিয়ানী সাহেব।
মোবাইল: ০১৭৪৭-৯৯৯৯৭৩ (বিকাশ নাম্বার)

বাদ যুহর থেকে মাগরিব:
হযরত মাওলানা নাঈমুর রহমান সাহেব।
মোবাইল: ০১৭১২-২৯১৮৭২

সকাল ৮ টা থেকে যুহর পর্যন্ত:
জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল সাহেব। (ড্রাইভার)
মোবাইল: ০১৭১২-৪৬৩৩০০

বি:দ্র: ডাকে পেতে হলে বইয়ের সম্পূর্ণ মূল্য ডাক খরচ সহ বিকাশ নাম্বারে অগ্রীম পাঠাতে হবে।